بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

জলসা সালানা জার্মানি ২০২৪ উপলক্ষে জলসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সবিস্তার বর্ণনা এবং কতিপয় দোয়া পাঠের বিশেষ আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্, আজ থেকে জার্মানির সালানা জলসা শুরু হচ্ছে। এই মুহূর্তে, জার্মানির জামা'ত আমাকে সেখানে জলসায় দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষের সাথে মানবীয় চাহিদাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাস্থ্য ইত্যাদিও এর একটি অংশ। এ কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে শেষ মুহূর্তে জার্মানি সফর আমায় স্থগিত করতে হয়েছে, এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে এখান থেকেই আমি এমটিএ'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করব এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করব। এটাও আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে ঘটবে। দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ তাআলা সফলতা দান করেন।

আল্লাহ্‌র রহমত যে তিনি এ যুগের উদ্ভাবনগুলির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমও একটি দান করেছেন। অনেক লোক যারা সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলা অন্য কোন সময়ে সেই সুযোগ করে দেবেন। এবার নির্মিত হলের ভেতরে না হয়ে খোলা জায়গায় জলসার অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সে কারণে সভাস্থল প্রস্তুত করতে জলসার ব্যবস্থাপকদের বেশি পরিশ্রমও করতে হবে, সেইসাথে অতিথি এবং ব্যবস্থাপক উভয়কেই কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীনও হতে হবে।

কিন্তু এসব কষ্ট সহ্য করা এবং জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্য পূরণ করাই হতে হবে অংশগ্রহণকারী ও ব্যবস্থাপনা উভয়ের লক্ষ্য। সমস্যা হলে অযথা ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয়, ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার

উন্নতি হবে। ব্রিটেনেও শুরুতে আরও অসুবিধা ছিল, এখনও আছে, কিন্তু এখন ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত।

আমি সকল কর্তব্যরত কর্মীদের অনুরোধ করব অতিথিদের আতিথেয়তার জন্য সর্বোচ্চ সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার জন্য। উত্তম আচরণ তুলে ধরুন, প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা অতিথিদের সাথে হাসিমুখে আচরণ করুন। দোয়ার সাথে কাজ করুন।

এই মনোভাব নিয়ে কাজ করুন যে আমাদের হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আমন্ত্রণে আসা অতিথিদের সেবা করতে হবে। এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের নৈতিক মানকে সমুন্নত রেখে সেবা প্রদান করে যেতে হবে। একই সাথে অতিথিদেরও জলসার উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে এবং এই তিন দিনের প্রতিটি কষ্ট সহ্য করে জলসার উদ্দ্যেকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হতে হবে।

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় এক পুরস্কার যে, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বছরে একবার একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য, নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপকরণ এবং তাকওয়ার মানে উন্নতি লাভের ব্যবস্থা করেছেন। এ তিন দিন আপনারা এ নিয়্যতে অতিবাহিত করুন যে, আমরা উন্নত চরিত্র অবলম্বন করব এবং পারস্পরিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত মান অর্জন করব। হুযূর (আই.) বলেন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কের মান উন্নত করুন, বাকবিতন্ডা দূর করুন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন এবং সব ধরণের বৃথা কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

এগুলো হলো সেসব বিষয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের নিকট প্রত্যাশা করেছেন আর যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয়। এজন্যই তিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা বলে আখ্যা দিয়েছেন। জলসায় আগত প্রত্যেক আহমদীর উচিত এসব বিষয়কে দৃষ্টিপটে রাখা। অতএব এসব বিষয় অর্জনের জন্য চেষ্টা করা না হলে জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না আর জলসায় অংশগ্রহণ করেও কোনো লাভ নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বর্তমান যুগের পীরযাদাদের ন্যায় কেবলমাত্র বাহ্যিক চাকচিক্য প্রদর্শনের জন্য আমার অনুসারীদের আমি কখনোই একত্রিত করতে চাই না, বরং সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হলো, মানবজাতির সংশোধন, অর্থাৎ সেই মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আমি এ জলসার আয়োজন করেছি। জলসায় অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হয় এবং চরিত্রিক উন্নতি সাধিত না হয় তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ করা এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করার পেছনে খোদা তা'লার যে উদ্দেশ্যটি ছিল তা হলো, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে হারিয়ে গেছে এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা যা এ যুগে বিলুপ্ত প্রায় তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি (আ.) আরো বলেন, হে লোকসকল তোমরা যারা আমার জামা'তভূক্ত বলে মনে করো ঊর্ধ্বলোকে তোমরা তখনই জামা'তভূক্ত বলে গণ্য হবে যখন তোমরা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হবে। হুযূর (আই.) বলেন, আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণের অর্থ হলো, আপনারা তাকওয়ার মানকে উন্নত করবেন। কারো সন্তান অসুস্থ হলে সে যেখানেই থাকুক না কেন তার সন্তানের চিন্তাই সে করতে থাকে। অনুরূপভাবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন আমাদের উচিত সর্বদা খোদা তা'লাকে স্মরণ করতে থাকা।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জলসা সালানা এবং যিকরে এলাহীর বরাতে বলেন, যেহেতু এ জলসা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম আর এ জলসায় অংশগ্রহণের একটি উদ্দেশ্য হলো, আধ্যাত্মিকতা অর্জন। আর এর বড় একটি মাধ্যম হলো, ইবাদত ও যিকরে এলাহী। যিকরে এলাহীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা যদি যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের স্মরণ করবেন। অতএব সৌভাগ্যবান সে যাকে তার প্রভু স্মরণ করেন। তাই এ দিনগুলোতে যিকরে এলাহী ও ইবাদতের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত।

এ প্রেক্ষাপটে আমি এখানে একটি তাহরীক করতে চাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর একটি সত্য–স্বপ্ন ছিল যেখানে কোনো এক বুযূর্গ তাকে বলেন, জামা'তের প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি ২০০ বার, ১৫-২৫ বছরের যুবকেরা ১০০ বার, কিশোররা কমপক্ষে ৩৩ বার **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদ** পাঠ করে এবং ছোট শিশুদেরকে তাদের পিতামাতা যেন দৈনিক ৩-৪বার পাঠ করায়। পাশাপাশি ১০০ বার **এস্তেগফার (আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি)** পাঠ করে। অনুরূপভাবে আমি এর সাথে যুক্ত করতে চাই, ১০০ বার **রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী** দোয়াটি (তোমরা) বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে আর সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় পাঠ করো তাহলে তোমরা এমন এক নিরাপদ দুর্গে সুরক্ষিত থাকবে যেখানে কখনো শয়তান প্রবেশ করতে পারে না আর যার দেয়াল লৌহ নির্মিত ও গগনচুম্বী। সুতরাং তাতে এমন কোনো ছিদ্র থাকবে না যেখান দিয়ে শয়তান আক্রমণ করতে পারে। এ দিনগুলোতে যখন শয়তান সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ওপর আক্রমণের পায়তারা করছে; বিশেষ করে জামা'তের ওপর আর সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী– এ থেকে সুরক্ষিত থাকার একটিই উপায় আর তা হলো, বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয়, বরং সব সময় এ দরূদ শরীফ এবং যিকরে এলাহী মনে মনে পাঠ করাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন আর এ বিষয়ে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আরেকটি বিষয় হলো, এখানে অনেক জ্ঞানগর্ভ এবং তরবিয়তমূলক বক্তৃতা হবে। সেগুলো শুনুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, হে খোদা! আমরা নেক নিয়্যতে তোমার মসীহ্র আহ্বানে এখানে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমরা স্বীয় শক্তিবলে নিজেদের সংশোধন করতে পারব না, তাই তুমি সাহায্য না করলে আমরা তোমার ইবাদতের প্রকৃত মান অর্জন করতে পারব না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় আগমনকারীদের অন্য যে উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করেছেন তা হলো, তারা যেন পরস্পরের মাঝে পরিচিতির গণ্ডি বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। হুযূর (আই.) বলেন, পূর্বে কোনো ধরণের মনোমালিন্য থাকলে তা দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন। হুযূর (আ.) বলেন, আপনাদের চরিত্র উন্নত হলে আগত অতিথিরা ভালো প্রভাব নিয়ে ফিরে যাবে। এভাবে উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এক নীরব তবলীগের কাজ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের জন্য কতটা ব্যথা ও ব্যাকুলতা নিয়ে দোয়া করেন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি দোয়া করছি আর শেষ নিঃশ্বাষ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকব আর সে দোয়াটি হলো, খোদা তা'লা আমার জামা'তের সদস্যদের হৃদয়কে পবিত্র করে দিন এবং স্বীয় কৃপার হাত প্রশস্ত করে তাদের হৃদয়কে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং সমস্ত মন্দকর্মও বিদ্বেষ

তাদের হৃদয় থেকে দূরীভূত করে দিন এবং পরস্পরের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা দান করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, জলসার দিনগুলোতে নিরাপত্তা কর্মী এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীও নিজেদের চারপাশে লক্ষ্য রাখুন। বর্তমানে যেরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে যে কোনো ব্যক্তি এ সুযোগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন এ জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত হোক। পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার জন্য দোয়া করুন। নিজেদের দেশের জন্য অনেক দোয়া করুন। আমরা যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ননির্দেশ, ইসলামি শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশনা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশসমূহের ওপর আমল করব তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনবেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য আমরা পথপ্রদর্শনের কাণ্ডারী হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা এ তিন দিন এবং সর্বাবস্থায় আপনাদেরকে নিজ সুরক্ষার চাঁদরে আবৃত রাখুন, আমীন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তক: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) রচিত 'জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান' (সমাপনী ভাষণ জলসা সালানা কাদিয়ান ১৯৯১)। পুস্তকটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

23 August 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat